মহেশপুর উপজেলা ওলামা ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে বিক্ষোভ ও সমাবেশ

ভারতে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা:) ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কটুক্তির প্রতিবাদে ঝিনাইদহের মহেশপুরে বিক্ষোভ ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার (২৯ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলা ওলামা ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।

মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে কলেজ স্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সমাবেশ। এতে মহেশপুর কওমি মাদ্রাসার সহ-সভাপতি নাজির আহমেদ, উপজেলা ইমাম পরিষদের সভাপতি মুফতি রফিকুল ইসলাম, ওলামা পরিষদ মহেশপুর শাখার সেক্রেটারি সরোয়ার হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশ থেকে বক্তারা হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিশ্ব নবীর অপমান বরদাস্ত করা হবে না। এছাড়াও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করায় আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন মুসল্লিরা।

দামুড়হুদা উপজেলা ওলামা পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল

হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর কটুক্তি করায় দামুড়হুদা উপজেলা ওলামা পরিষদের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল

শনিবার বিকাল পাঁচটার দিকে দামুড়হুদা চৌরাস্তার মোড় থেকে মিছিল বের হয়ে বাসস্ট্যান্ড ঘুরে আবার চৌরাস্তায় মোড়ে এসে শেষ হয়।

জানাযায়, ভারতের এক হিন্দু পুরহিত রামগীরি মহরাজ এবং তার সম্মর্থন করে বি জে পি সংসদ নিতেশ রানে হযরত মুহাম্মদ সাঃ এর অশ্লীলীন নানা কটুক্তি করাই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তের ধর্ম প্রাণ মুসল্লিরা বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলা উলামা পরিষদের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়।

এ সময় বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবমান কারীদের গ্রেফপ্তার করে হিন্দু পুরোহিত রামগিরি মহারাজ কে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মৃত্যুদণ্ডর দাবি করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতি আলী আকবর, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সবুর কোষাধক্ষ্য দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি ইখলাস উর রহমান, উপজেলা মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আশরাফুল আলম । মুফতি আব্দুল আওয়াল, মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ, মাওলানা আরিফুল ইসলাম, দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদ্রাসার সহসুপার অবসরপ্রাপ্ত জয়নাল আবেদিন, দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির সহ-সভাপতি মুনতাজ আলীসহ এলাকার ধর্মপ্রান সাধারণ মানুষ।

দর্শনায় উলামা পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ভারতের পুরোহিত রামগিরি মহারাজ ও মন্ত্রী নিতেশ রানে মহানবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) কে অবমাননা করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজ শেষে সারা দেশের ন্যায় দর্শনা পৌর

উলামা পরিষদের উদ্যোগে শহীদ শাহারিয়া শুভ মঞ্চ থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে দর্শনার প্রধান সড়ক গুলো প্রদক্ষিণ শেষে দর্শনা বাসস্টান্ড ঘুরে আবার মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়।

উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন দর্শনা পৌর উলামা পরিষদের সভাপতি মুফতী জুনাইদ আল আযাদ, মুফতী ওমর ফারুক, মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন মাও. আ. খালেক, মাও হুসাইন আহমাদ, মুফতী ইউনুস আলী, হাফেজ জুবায়ের, মাও হুজাইফা, কারী জুবায়ের, মাও নিযামুদ্দীন মাও সিরাজুল ইসলাম, মাও নূরুল ইসলাম মাও আ. রাজ্জাক প্রমুখ। দুআ পরিচালনা করেনঃ মুফতী আবুল বাশার।

আল্লাহকে কটাক্ষের প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

আল্লাহকে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে মেহেরপুরের জিয়া নামের এক কথিত সাংবাদিকের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা গাংনী উপজেলার করমদী পাগলার ব্রীজ এলাকায় এই মানববন্ধন, প্রতিবাদ সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেন ‘উলামায়ে কেরাম ও সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা’ ব্যানারে।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন-মাওলানা হারুন অর রশিদ. মাওলানা আমানুল্লাহ, মাওলানা সিয়াম মনোয়ার, মাওলানা হাবিবুল্লাহ বাদশা, মাওলানা কবির হুসাইন, মাওলানা কায় খসরু, স্থানায় গণ্যমান্য ব্যক্তি জুলফিকার আলী, আব্দুর রহিম, ফরহাদ হুসাইনসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ। এছাড়া বিভিন্ন এলাকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিববৃন্দ, হাফেজবৃন্দ ও তৌহিদি জনতা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল পাগলার ব্রীজ এলাকা থেকে শুরু হয়ে জিয়ার গ্রামের বাড়ি পলাশীপাড়া পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। এসময় নাস্তিক জিয়াকে গ্রেফতার ও ফাঁসির

দাবি জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, আল্লাহ ও নবীকে নিয়ে যারা কটুক্তি করে সেই সব নাস্তিকদের ফাঁসি দিতে হবে। ভবিষ্যতে কেউ যেন আসমান জমিনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ. তার প্রেরিত রাসুল হজরত মোহাম্মদ (স:)কে নিয়ে এমন মন্তব্য করার সাহষ না পায়।

বক্তারা আরও বলেন, কথিত সাংবাদিক জিয়া এলাকার মানুষকে সাংবাদিকতার ভয়ভীতি দেখিয়ে হয়রানিসহ ব্লাকমেইল করে বহু মানুষকে হয়রানি নির্যাতন করেছে। সে নিজেকে সাংবাদিক দাবি করে এলাকার মানুষের মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে বাল্য বিয়ে আখ্যা দিয়ে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো। এছাড়া এলাকার মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা পয়সা হাতিয়ে নিতো বলে অভিযোগ করেন বক্তারা।

অভিযুক্ত জিয়া গাংনী উপজেলার পলাশীপাড়া গ্রামের দবের উদ্দীনের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন তার নিজ নামে ডা. স্বাধীন ফেসবুকে একটি পোষ্ট দিয়েছিলেন। সেখানে লেখা ছিল “পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ মহান সৃষ্টি কর্তার কাছে, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন”। এখানে নামধারী সাংবাদিক জিয়া কমেন্ট করেন “আজ পর্যন্ত আল্লাহ কাকে রক্ষা করেছে ? কাউকেই রক্ষা করতে পারেনি”। কমেন্টটি এলাকার অনেকেই স্কীন সর্ট দিয়ে ছড়িয়ে দেন। এরপরপরই ফুঁসে ওঠে তৌহিদি জনতা তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের ওই ঘটনায় মহান আল্লাহকে নিয়ে কটাক্ষ করার অপরাধে গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের অর্থ সম্পাদক সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বাদি হয়ে জিয়ার নামে গাংনী থানায় একটি সাধারণ ডাইরি (জিডি) করেন। যার নং ৬২৬ তারিখ ১৬/০৯/২৪ ইং।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম জানান, এঘটনায় সাংবাদিক আসাদুল্লাহ একটি সাধারণ ডাইরি করেছেন। সাধারণ ডাইরিটি আদালতে প্রসিকিউশন দেওয়া হয়েছে। আদালত জিডিটি গ্রহণ করে জিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

মামলার বাদি সাংবাদিক আসাদুল্লাহ বলেন, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে কটাক্ষ করে আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে ওই

নাস্তিক জিয়া। আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। আদালত যে বিচার করবে আমি সেটা মেনে নেবো। তবে, আমি আদালতের কাছে তার সব্বোর্চ্চ শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

মেহেরপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ও জেলা প্রশাসনের বাস্তবায়নে মতবিনিময় সভা আজ সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসনকে সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

জেলা ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ. জে.এম. সিরাজুম মূনিরের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (সার্বিক) এবং অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মু: তানভীর হাসান রুমান, অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাজস্ব) এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রনি আলম নূর, জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি ও হোটেল বাজার জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা রোকনুজ্জামান, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের ইমাম মাওলানা মোঃ শাহ জালাল, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটি মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব ড.অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, এডভোকেট বিমল বিশ্বাস, জেলা মডেল মসজিদের ইমাম সাদিকুর রহমান, গাংনী মডেল মসজিদের ইমাম জাহিদ হাসান, কোট মসজিদের ইমাম জুবায়ের হোসেন প্রমুখ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

মিলাদুন্নবী (স.) উদযাপন

মেহেরপুরে জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন করা হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকালে জেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা, আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মূনীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার উপ-পরিচালক মোঃ শামীম হোসেন।

আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সিনিয়র শিক্ষক সিরাজ উদ্দিন, রাজনগর দাখিল মাদ্রাসা সহকারী শিক্ষক কাজী রুহুল আমীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইসলামীক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড সুপারভাইজার মোঃ আমানুল্লাহ।

এসময় জেলা মডেল মসজিদের ইমাম মুফতি মোঃ সাদিকুর রহমান, জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ফিল্ড অফিসার আবু রায়হান, মাস্টার ট্রেইনার মাওঃ মোঃ আঃ হামিদ, ফিল্ড সুপারভাইজার তাওহীদুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আজ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)

আজ সোমবার ১২ রবিউল আউয়াল, পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)। অর্থাৎ মহান আল্লাহর হাবিব আখেরি নবী ও রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও ওফাতের দিন আজ। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিবসটি পালন করবেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা।

৫৭০ খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় মাস রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখে মক্কার

বিখ্যাত কুরাইশ বংশে মা আমিনার কোল আলো করে বিশ্বনবী জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর বাবা আবদুল্লাহ। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে একই দিনে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। জন্মের আগেই রাসুল (সা.) তাঁর বাবাকে হারান এবং ছয় বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন।বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে মহান আল্লাহ তাআলা রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। এ কারণে তাঁকে ‘রহমাতুল্লিল আলামিন’ বলা হয়। সারা পৃথিবীর মুসলিমদের কাছে দিনটি অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত। মুসলিম উম্মাহ দিনটি ঈদে মিলাদুন্নবী হিসেবে উদযাপন করে থাকে। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাণী দিয়েছেন।
বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এসেছিলেন তাওহিদের মহান বাণী নিয়ে। সে সময় আরবের সমাজ ছিল পৌত্তলিকতা, ঘোরতর অন্যায়-অবিচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত। ‘আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগ’ বলে সেই সময়টিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই অন্ধকার যুগে মহানবী (সা.) এসেছিলেন আলোকবর্তিকার মতো। শৈশব থেকেই তিনি তাঁর সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিচক্ষণতাসহ অনুপম চারিত্রিক গুণাবলি, অপরিমেয় দয়া-সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতার মতো মহৎ গুণের জন্য আরব সমাজের সবার কাছে শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেছিলেন।
নবুয়ত লাভের আগেই ‘আল-আমিন’ অভিধায় তাঁকে সম্মানিত করেছিল আরব সমাজ। হেরা পর্বতের গুহায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থেকে তিনি ৪০ বছর বয়সে ওহি লাভ করেন। এরপর পরম করুণাময় আল্লাহর নির্দেশে দীর্ঘ ২৩ বছর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে শান্তির ধর্ম ইসলাম তথা পবিত্র কোরআনের বাণী প্রচার করেন। আল্লাহর প্রতি অসীম ও অতুলনীয় আনুগত্য এবং ভালোবাসার পাশাপাশি মহত্ মানবিক চারিত্রিক গুণাবলির জন্য তিনি সর্বকালে সর্বজনের কাছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে অভিষিক্ত।
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও সংস্থা নানা কর্মসূচি নিয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে গতকাল বাদ আসর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।

সূত্র: কালের কণ্ঠ অনলাইন

ঝিনাইদহে শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার ২৯৪ আবির্ভাব দিবস পালন

ত্রিকালদর্শী শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবা ব্রহ্মচারী জন্ম অষ্টমী তিথিতে ১৭৩০ সালের জন্মাষ্টমীর দিনই পৃথিবীর বুকে আবির্ভাব হয়েছে।

আজ বুধবার (৪ সেপ্টেম্বর) শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার ২৯৪ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে, ঝিনাইদহ পুরাতন হাটখোলা শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দিরে পূজার আয়োজন করা হয়।

স্থানীয়রা বিপদের সময় একমাত্র ভরসা হিসাবে তাঁকে মানেন। কথিত আছে জীবদ্দশায় তিনি অনেক রোগ ভালো করে দিতে পারতেন। তিনি জাতিস্মর অন্যের মনের ভাব অবলীলায় জানতে পারতেন তিনি এমনই বিশ্বাস তাঁর ভক্তদের।

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী এই পূজায় রাখা হয় মিছিরি ও অমৃতি। এছাড়াও থাকে ফূল, ধূপ, চন্দন সহ পূজার অন্যান্য উপকরণ।কথিত আছে বাবা লোকনাথ মহাদেবের এক অবতার। এই সমাজের বহু মানুষ তাদের জীবনের চলার পথে লোকনাথ বাবাকেই আদর্শ করে নিয়েছেন। বাবা লোকনাথের অগনিত ভক্তরা আজও বয়ে নিয়ে চলেছে তার বাণী।

শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী মন্দিরে সভাপতি রনি সাহা ও সাধারণ সম্পাদক দেবব্রত দত্ত দেবু মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান আমরা এভাবেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে প্রতিবছর পালিত হয় শ্রীশ্রী লোকনাথ বাবার আবির্ভাব দিবস। বিভিন্ন জায়গা থেকে হাজার হাজার ভক্তরা আসেন সেখানে।পূজা শেষে ভক্তদের মাঝে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে জেলা উলামা সম্মেলন

২০২৪ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে উলামা বিভাগ ও বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাস্সিরিন মেহেরপুর জেলা শাখার আয়োজনে জেলা উলামা সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (৩১ আগষ্ট) সকাল ১০ টার দিকে মেহেরপুর ট্রাস্ট জামে মসজিদে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর উলামা বিভাগের মেহেরপুর জেলা সভাপতি হাফেজ মাওঃ ফিরাতুল ইসলাম (নাঈম) এর সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওঃ মোঃ তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওঃ মুহাঃ মাহবুব উল আলম। প্রধান আলোচক হিসেবে আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও মুফাসসিরে কুরআন হাফেজ মাওলানা মুফতি আমির হামজা।

এছাড়াও এসময় বিশেষ আলোচনা হিসেবে বাংলাদেশ মজলিসুল মুফাসসিরিন খুলনা বিভাগীয় সেক্রেটারী অধ্যক্ষ মাওঃ ইব্রাহিম খলিল মুজাহিদ, বাংলাদেশ মাজলিসুল মুফাসসিরিন কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি হাফেজ মাওঃ জুলফিকার আলী, বাংলাদেশ মাজলিলুল মুফাসসিরিন কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদ সদস্য মাওঃ মোঃ আব্দুল হামিদ, বাংলাদেশ মাজলিবুল মুফাসসিরিন মেহেরপুর জেলা সভাপতি মাওঃ মোহাঃ জাহাঙ্গীর আলম জিহাদী উপস্থিত ছিলেন।